ধাপে যাবে

৬.৩. নতুন কৃষি কৌশল ঃ সবুজ বিপ্লব (New Agricultural Strategy : Green Revolution)

ভারতীয় কৃষিকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য 1960-61 সালে ভারতের সাতটি নির্বাচিত জেলায় কৃষি উন্নয়নের নিবিড় কার্যক্রম (Intensive Agricultural Development Programme) IADP প্রবর্তন করা হয়েছিল। প্রাথমিক সাফল্যের ভিত্তিতে এই কার্যক্রমকে আরও বিস্তৃত করা হয় এবং এর নামকরণ করা হয় কৃষিক্ষেত্রে নিবিড় আঞ্চলিক কার্যক্রম (Intensive Agricultural Area Programme) IAAP। এই কার্যক্রমের মূল উপাদান হল উন্নত ধরনের বীজের ব্যবহার, জলসেচের নিয়মিত ব্যবস্থা এবং আধুনিক রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ঔষধের ব্যবহার। এই ব্যবস্থাকেই সংক্ষেপে বলা হয় **নতুন কৃষি কৌশল**।

তত্ত্বগত দিক থেকে আধুনিক কৃষি কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে কোনো দেশের সমগ্র অঞ্চলে সমস্ত রকম ফসলের একর প্রতি উৎপাদনশীলতার কয়েক বৎসর ধরে ধারাবাহিক বৃদ্ধিকেই **সবুজ বিপ্লব** বলে।

ভারতে নতুন কৃষি কৌশল প্রবর্তনের ফলে ষাটের দশকের মধ্যভাগ থেকে ভারতের দানা জাতীয় খাদ্যশস্যের বিশেষত গমের উৎপাদন বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায় এবং কৃষিক্ষেত্রে অগ্রগতির "*উত্তোলন পর্ব*" (Take off stage) শুরু হয়। ভারতীয় কৃষির এই দ্রুত পরিবর্তনকে **সবুজ বিপ্লব** বলা হয়। একে আবার **বীজ সার বিপ্লবও** বলা হয়।

● ৬.৩.১. নতুন কৃষি কৌশলে গৃহীত উপাদান ঃ নতুন কৃষি কৌশলের বৈশিষ্ট্য (Factors Included in the New Agricultural Strategy : Features of New Agricultural Strategy) ঃ ভারতে প্রবর্তিত নতুন কৃষি কৌশলের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

(১) **উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহার ঃ** ভারতের ক্ষেত্রে নতুন কৃষি কৌশলের অনুসরণে উচ্চফলনশীল বীজের ব্যাপক ব্যবহারের উপর দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। ভারত সরকারের কৃষি বিভাগ নানা গবেষণার দ্বারা উচ্চ ফলনশীল বীজ আবিষ্কার করেছেন। এইসব বীজে অল্প সময়ে ছোট ছোট গাছে খুব বেশি ফসল উৎপন্ন হয়। কৃষকরা এই সমস্ত বীজের ব্যবহার ক্রমশ বাড়াচ্ছে এবং কৃষি উৎপাদনও বাড়ছে।

(২) **রাসায়নিক সারের ব্যবহার ঃ** উচ্চফলনশীলন বীজের ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হয়। তাই নতুন কৃষি পদ্ধতির অনুসরণে ভারত সরকার কৃষি জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করার জন্য রাসায়নিক সার উৎপাদন ও সরবরাহের ব্যবস্থা করেছেন। তাই ভারতে রাসায়নিক সারের ব্যবহার পঞ্চাশের দশকের তুলনায় ষাটের দশকে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে।

(৩) **সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঃ** নতুন কৃষি পদ্ধতিতে জলসেচের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের সেচ প্রকল্পের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কারণ, উচ্চফলনশীল বীজের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জল সব সময় প্রয়োজন হয়। জলসেচের সুযোগ বাড়ার ফলে বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরতা কমেছে। ফলে কৃষকের জমিতে অর্থ বিনিয়োগ করার উৎসাহ বেড়েছে।

(৪) **কীটনাশক ঔষধের ব্যবহার ঃ** উচ্চফলনশীল বীজ ও আধুনিক রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে জমিতে পোকামাকড় ও কীটপতঙ্গের উপদ্রব বেশি হয়। তাই ভারত সরকার ফসল রক্ষার উদ্দেশ্যে কীটনাশক ঔষধের উৎপাদন ও আমদানির ব্যবস্থা করেছেন, ফলে ফসল নষ্ট হওয়ার পরিমাণও কমেছে।

(৫) **আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার ঃ** নতুন কৃষি পদ্ধতিতে ভারতে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ফলে ট্রাক্টর, হারভেস্টর, পাম্পসেট, টিউবওয়েল প্রভৃতি ক্রমশ বেশি পরিমাণে ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া বিদ্যুৎশক্তি গ্রামে যতই প্রসারিত হচ্ছে, ততই যন্ত্রপাতির ব্যবহারও বাড়ছে।

(৬) **বহুফসলী চাষ ঃ** উচ্চফলনশীল বীজ ব্যবহারের ফলে সেচসেবিত এলাকায় একই জমি থেকে বছরে তিন থেকে চারবার ফসল উৎপাদনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এই বহু ফসলী চাষ কৃষকদের মধ্যে প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে।

(৭) **ফসল প্রক্রিয়াকরণ, শস্য সংরক্ষণ ও বিপণনের সুযোগ ঃ** ভারতে ফসল প্রক্রিয়াকরণ, শস্য সংরক্ষণ ও বিপণনের সুযোগ বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ানোর আগ্রহ চাষীদের মধ্যে বাড়ছে।

(৮) **ফসলের প্রেরণাদায়ক সহায়ক দাম ঃ** ভারতে নতুন কৃষি পদ্ধতির আর একটি উপাদান হল ফসলের দাম সরকার কর্তৃক উচ্চস্তরে বেঁধে দেওয়া। ফসলের দাম উচ্চস্তরে নির্ধারিত থাকায় কৃষকরা উৎপাদন বাড়াতে উৎসাহিত হয়েছে।

(৯) **কৃষি ঋণের যোগান ঃ** সমবায়িক ঋণ ছাড়াও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ এবং বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণের সুযোগ বৃদ্ধির ফলে মহাজনদের উপর কৃষকের নির্ভরতা অনেকটা কমেছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে এর অবদানও যথেষ্ট।

● **৬.৩.২. নতুন কৃষি কৌশলের ফলাফল ঃ সবুজ বিপ্লবের ফলাফল (Effects of New Agricultural Strategy : Effects of the Green Revolution) ঃ** ভারতে নতুন কৃষি কৌশল প্রবর্তনের ফলে কৃষিক্ষেত্রে নানাধরনের সুফল সৃষ্টি হয়েছে।

(ক) নতুন কৃষি কৌশলের বা সবুজ বিপ্লবের সুফল ঃ

(১) **খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ঃ** নতুন কৃষি কৌশল প্রবর্তনের ফলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন অভূতপূর্ব রকমের বেড়েছে। খাদ্যশস্যের উৎপাদন 1960-61 সালের 82 মিলিয়ন টন থেকে বেড়ে 2016-17 সালে 272·0 মিলিয়ন টন (অনুমিত) হয়েছে। আবার খাদ্যশস্যের হেক্টর প্রতি উৎপাদন 1960-61 সালের 710 কেজি থেকে বেড়ে 2016-17 সালে 2,056 কেজি হয়েছে।

খাদ্যশস্যের মধ্যে গমের উৎপাদন 1960-61 সালের 11 মিলিয়ন টন থেকে বেড়ে 2016-17 সালে 96·6 মিলিয়ন টন হয়েছে। আবার গমের হেক্টর প্রতি উৎপাদন 1960-61 সালের 851 কেজি থেকে বেড়ে 2015-16 সালে 3,093 কেজি হয়েছে। ঐ একই সময়ে ধানের উৎপাদন 34·6 মিলিয়ন টন থেকে বেড়ে 106·7 মিলিয়ন টন হয়েছে। অনেক অর্থনীতিবিদের মতে ভারতে খাদ্যশস্যের উৎপাদনে যে অগ্রগতি তার মূলে আছে নতুন কৃষি কৌশলের প্রবর্তন ও প্রসার।

(২) **কৃষি লাভজনক হয়েছে ঃ** নতুন কৃষি কৌশল ভারতীয় কৃষিকে এক নতুন তাৎপর্য দিয়েছে। কারণ ভারতীয় কৃষক আজ লাভ-লোকসানের হিসাব করে উৎপাদন করছে। ফলে জীবনধারণের জন্য কৃষি এখন লাভজনক পেশায় পরিণত হয়েছে।

(৩) **শস্য উৎপাদনের ধরনের পরিবর্তন ঃ** নতুন কৃষি কৌশল প্রবর্তনের ফলে ভারতে শস্য উৎপাদনের ধরনে পরিবর্তন ঘটেছে। দানাজাতীয় খাদ্যশস্য, যেমন—চাল, গম ইত্যাদির উৎপাদন যেমন বেড়েছে, তেমনি ডালের উৎপাদন শতকরা হিসাবে কমেছে।

(৪) **গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বৃদ্ধি ঃ** নতুন কৃষি কৌশলের মাধ্যমে সারা বৎসর ধরে বহুফসলী চাষ ব্যবস্থার প্রবর্তন হওয়ার ফলে, সারা বৎসর ধরে কৃষিশ্রমিকদের চাহিদা বেড়েছে। ফলে গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাও বেড়েছে।

(৫) **কৃষি ও শিল্পের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি ঃ** আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি মূলত শিল্পের উপর নির্ভরশীল। রাসায়নিক সার, কীটনাশক ঔষধ, ট্রাক্টর, হারভেস্টর, পাম্পসেট ইত্যাদির উৎপাদন শিল্পের উপর নির্ভরশীল। নতুন কৃষি কৌশল প্রবর্তনের ফলে কৃষি ও শিল্পের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে। ফলে কৃষির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের সম্প্রসারণের সুযোগও বেড়েছে।

(৬) **গ্রামাঞ্চলে মূলধন নির্ভর কৃষি পদ্ধতির বিকাশ ঃ** নতুন কৃষি কৌশল প্রবর্তনের ফলে কৃষি লাভজনক পেশায় পরিণত হওয়ায়, ক্রমশ মূলধন নির্ভর কৃষি পদ্ধতির বিকাশ ঘটছে এবং ভারতীয় কৃষি রূপান্তরিত হচ্ছে আধুনিক কৃষিতে।

ভারতে প্রবর্তিত নতুন কৃষি কৌশলের অনুকূল প্রভাব বা সাফল্য থাকলেও, এর কিছু প্রতিকূল প্রভাব বা ব্যর্থতাও বর্তমান।

(খ) নতুন কৃষি কৌশলের বা সবুজ বিপ্লবের কুফল বা ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা ঃ

(১) **সমস্ত ফসলের উপর প্রভাব পড়েনি ঃ** নতুন কৃষি পদ্ধতি সমস্ত প্রকার ফসলের ক্ষেত্রে সমানভাবে কার্যকর হয়নি। গমের ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে সফল হয়েছে এবং ধানের ক্ষেত্রেও এটি কিছুটা সফল হয়েছে। কিন্তু বাণিজ্যিক শস্যের ক্ষেত্রে এর প্রভাব বিশেষ লক্ষ করা যায় না।

(২) **কৃষি উন্নয়ন হারের অস্থায়িত্ব ঃ** ভারতে নতুন কৃষি কৌশল প্রবর্তনের ফলে কৃষি উন্নয়নের যে উত্তোলন পর্যায় শুরু হয়েছে তাকে আংশিক উত্তোলন পর্যায় বলে অভিহিত করা যায়। তার কারণ হল ভারতে যে কৃষি অগ্রগতি লক্ষ করা যাচ্ছে তা হল স্বল্পমেয়াদী অগ্রগতি। যাকে সবুজ বিপ্লব বলা যায় না। কারণ ভারতে কৃষি উন্নয়ন হারের স্থায়িত্ব লক্ষ করা যাচ্ছে না, যেমন 1960 সালে ভারতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল 82·0 মিলিয়ন টন। 1999-2000 সালে এটি বৃদ্ধি পেয়ে হয় 209·8 মিলিয়ন টন। 2000-01 সালে এটি হ্রাস পেয়ে 196·8 মিলিয়ন টন হয়। 2001-02 সালে এটি বৃদ্ধি পেয়ে 212·9 মিলিয়ন টন হলেও 2005-06 সালে এই উৎপাদন হ্রাস পেয়ে 208·6 মিলিয়ন টন এবং 2013-14 সালে বৃদ্ধি পেয়ে 265·0 মিলিয়ন টন হয়। কিন্তু 2015-16 সালে হ্রাস পেয়ে 251·6 মিলিয়ন টন এবং 2016-17 সালে বৃদ্ধি পেয়ে 272·0 মিলিয়ন টন হয়। খাদ্যশস্য উৎপাদন হারে এই অস্থায়িত্ব সবুজ বিপ্লবের তথা নতুন কৃৎকৌশলের সফলতার স্থায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন জাগায়।

(৩) **আঞ্চলিক বৈষম্য বৃদ্ধি ঃ** ভারতের নতুন কৃষি কৌশলের প্রভাব মাত্র কয়েকটি নির্বাচিত রাজ্যে প্রসারিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এমনকি নির্বাচিত রাজ্যের সকল অঞ্চলে এই নতুন কৃষি কৌশল প্রসারিত হয়নি। ফলে একদিকে যেমন সৃষ্টি হয়েছে আঞ্চলিক বৈষম্য, অপরদিকে তেমনি সৃষ্টি হয়েছে অন্তঃরাজ্য বৈষম্য। এর ফলে ভারতের কয়েকটি রাজ্যে কৃষির অগ্রগতি ঘটেছে এবং অধিকাংশ রাজ্যে কৃষির অগ্রগতি ঘটেনি। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু ও গুজরাটের যে সমস্ত অঞ্চলে সেচের সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারিত হয়েছে নতুন কৃষি কৌশলের সাফল্য সেইসব অঞ্চলেই কেবলমাত্র সীমাবদ্ধ।

(৪) **আয় বৈষম্য বৃদ্ধিঃ** নতুন কৃষি কৌশল আঞ্চলিক বৈষম্য ছাড়াও কৃষকদের মধ্যে আয় বৈষম্য বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নতুন কৃষি কৌশলের উপাদানগুলি যথা উচ্চফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ঔষধ, সেচের সুযোগ প্রভৃতির সুবিধা কেবলমাত্র যারা আর্থিক দিক দিয়ে সঙ্গতিসম্পন্ন, তারাই গ্রহণ করেছে এবং আর্থিক দিক দিয়ে যারা অনুন্নত শ্রেণী, তারা এর সুফল থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এর ফলে গ্রামাঞ্চলে ধনী আরও ধনী হচ্ছে এবং দরিদ্র ব্যক্তিদের আর্থিক অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে।

(৫) **পুঁজিবাদী চাষের বিস্তার ঃ** নতুন কৃষি কৌশল খুবই ব্যয়বহুল। তাই এর সুযোগ গ্রহণ করছে গ্রামাঞ্চলের মুষ্টিমেয় ধনী চাষী। গ্রামাঞ্চলের বেশির ভাগ দরিদ্র চাষী এর সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে গ্রামাঞ্চলে সৃষ্টি হচ্ছে এক নতুন পুঁজিবাদী কৃষক শ্রেণীর এবং কৃষিও হয়ে উঠছে পুঁজিবাদী কৃষি। এই পুঁজি নির্ভর কৃষি ভবিষ্যতে আরও মূলধন প্রগাঢ় উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করে উৎপাদন করবে এবং তার ফলে গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের পরিমাণ কমতে থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত নতুন কৃষি কৌশল গ্রামাঞ্চলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উত্তেজনা বৃদ্ধির কারণ হয়ে উঠবে।

(৬) **কৃষি শ্রমিকদের অবস্থার অবনতি ঃ** অধ্যাপক প্রণব বর্ধন পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় এক সমীক্ষার দেখিয়েছেন, নতুন কৃষি কৌশল কৃষি শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরীর পরিমাণ না বাড়িয়ে বরং কমিয়ে দিয়েছে। অন্যান্য অনেক অঞ্চলের সমীক্ষায় অধ্যাপক বর্ধনের সমীক্ষার ফলের সঙ্গে মিল পাওয়া গেছে।

(৭) **অকাম্য সামাজিক প্রভাব ঃ** এলাকা ভিত্তিক বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে, নতুন কৃষি কৌশল প্রবর্তনের ফলে প্রজা কৃষক ও ভাগচাষীদের উচ্ছেদ চলছে, যে সমস্ত শ্রমিক কৃষিজ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করছে তারা নানা কারণে পঙ্গু ও অকর্মণ্য হয়ে পড়ছে। বিষাক্ত কীটনাশক ঔষধ অতিমাত্রায় ব্যবহারের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে এবং ক্ষেতমজুরদের স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে।

উভয় দিক দিয়ে বিচার করে নতুন কৃষি কৌশলের আংশিক সার্থকতাকে অস্বীকার করা যায় না। তবে অনেকের মতে, একে সবুজ বিপ্লব বলে অভিহিত করা উচিত নয়। কারণ, ভারতীয় কৃষি এখনও প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতির আশীর্বাদ অর্থাৎ প্রয়োজন অনুসারে পর্যাপ্ত বৃষ্টি হলে তবেই ভারতের মাটিতে পর্যাপ্ত ফসল ফলে এবং তখনই নতুন কৃষি কৌশলের সার্থকতা। কিন্তু প্রকৃতি ভারতকে তার করুণা থেকে বঞ্চিত করলে কৃষিতে দেখা যায় ব্যর্থতা এবং তখনই নতুন কৃষি কৌশল হয়ে ওঠে সার্থকতাহীন।

৬.৪. প্রতিষ্ঠানগত সংস্কার বনাম প্রযুক্তিগত বা কৃৎকৌশলগত সংস্কার ঃ ভূমি সংস্কার বনাম সবুজ বিপ্লব (Institutional Changes Vs. Technological Change : Land Reform Vs. Green Revolution)

কৃষি উন্নয়নের গতিপ্রকৃতি মূলত নির্ভর করে দেশের ভূমি ব্যবস্থা ও চাষ ব্যবস্থার সংগঠন অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানগত বিষয়ের উপর এবং প্রযুক্তিগত বা কৃৎকৌশলগত বিষয়ের উপর। প্রতিষ্ঠানগত বিষয়ের মধ্যে আছে জমির মালিকানা সম্পর্কীয় বিষয়সমূহ এবং কৃৎকৌশলগত বিষয়ের মধ্যে আছে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত কৃষি উপাদান ও তার ব্যবহার। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানগত সংস্কারকে বলা হয় ভূমি সংস্কার এবং কৃৎকৌশলগত সংস্কারকে বলা হয় নতুন কৃষি কৌশল।

ভূমি সংস্কার বলতে সেই সমস্ত সাংগঠনিক ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনকে বোঝানো হয় যার ফলে ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা কৃষকের অনুকূলে আসে এবং জমির ক্ষেত্রে ব্যয়সংকোচ ও উৎপাদনের সুবিধা অর্জনের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহ যোগায়। অপরপক্ষে কৃষিজমিতে উন্নত ধরনের বীজ ব্যবহার, জলসেচের নিয়মিত ব্যবস্থা, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ঔষধের ব্যবহার, আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার, ফসল প্রক্রিয়াকরণ, শস্য সংরক্ষণ ও বিপণন ইত্যাদি ব্যবস্থাকেই সংক্ষেপে বলা হয় নতুন কৃষি কৌশল। এই সমস্ত ব্যবস্থার ফলে কৃষির দ্রুত পরিবর্তনকেই বলা যায় সবুজ বিপ্লব।

কৃষির উন্নতির জন্য বা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় সম্পর্কে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মতভেদ থাকায় এই বিষয়ে দুটি মত প্রচলিত আছে।

অর্থনীতিবিদদের একটি অংশের মতে কৃষির উন্নতির জন্য বা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভূমি ব্যবস্থা ও চাষ ব্যবস্থার সংগঠনের পরিবর্তন প্রয়োজন। তাঁদের মতে ভূমি সংস্কার হল কৃষি উন্নয়নের প্রাথমিক পদক্ষেপ এবং সেই কারণে ভূমি সংস্কার প্রয়োজন। তাঁদের যুক্তি হল ভূমি সংস্কারের ফলে যেহেতু জমির মালিকানার পরিবর্তন ঘটানো হয় সেহেতু যারা জমির মালিক ছিল না, ভূমি সংস্কারের ফলে তারা যখন জমির নতুন মালিক হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই তাদের উৎপাদন বৃদ্ধির আগ্রহ ও অনুপ্রেরণা আসে। ফলে জমির উন্নতির জন্য জমির নতুন মালিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য আগ্রহী হয়। সুতরাং ভূমি সংস্কারের ফলে একটি বিনিয়োগ প্রভাব ও একটি উৎপাদন প্রভাব সৃষ্টি হয় এবং কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে ভূমি সংস্কারের ফলে জমির মালিকের মনে যে নিরাপত্তা বোধ আসে সেটিই উৎপাদন ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির সহায়ক হয়। আবার ভূমি সংস্কারের ফলে অ-অর্থনৈতিক জোতগুলি অর্থনৈতিক জোতে রূপান্তরিত হয়। কৃষিজমির উপর খাজনা হ্রাস পায়, গ্রামাঞ্চলে আয় ও সম্পদ বণ্টনের বৈষম্য হ্রাস পায় এবং সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থা ও চাষ ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে প্রগতিশীল ভূমি নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে ভূমি সংস্কার একদিকে গ্রামাঞ্চলে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে এবং অপরদিকে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিরও সহায়ক হয়। তাই তাদের মতে উপযুক্ত ও যথাযথ ভূমি সংস্কার হল কৃষি উন্নয়নের পূর্ব শর্ত।

অর্থনীতিবিদদের অপর অংশের মতে কৃষি উন্নয়নের জন্য একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল নতুন কৃষি কৌশলের প্রয়োগ অর্থাৎ প্রযুক্তিগত ও কৃৎকৌশলগত সংস্কার। তাঁদের মতে ভূমি সংস্কার ছাড়াই কৃষি উন্নয়ন সম্ভব। তাঁদের যুক্তি হল কৃষির উন্নয়ন ঘটাতে হলে এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে হলে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ ঘটানোর প্রয়োজন। প্রাচীন অকেজো ও অনুৎপাদনশীল উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তে নতুন উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। উচ্চফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ঔষধের ব্যবহার, জলসেচের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে একফসলী জমিকে বহুফসলী জমিতে রূপান্তরিত করে কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। এই সঙ্গে কৃষিশস্য মজুতের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণও করতে হবে। এই সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করলে স্বল্প উৎপাদনশীলতা ও চির-রুগ্ণতার হাত থেকে কৃষি সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হবে এবং কৃষকের দুঃখ-দুর্দশা, অভাব-অনটন দূর হবে এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটায় কৃষকের জীবনযাত্রার মানে এক গুণগত পরিবর্তন দেখা দেবে।

বর্তমানে কিন্তু এই দুটি মতের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য এসেছে। বর্তমানে মনে করা হচ্ছে, এই দুটি মত পরস্পর বিরোধী নয়। তাই বলা যায় ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে পারলে এবং সামগ্রিকভাবে কৃষকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে পারলে কৃষি উন্নয়নের একটি প্রয়োজনীয় শর্ত (Necessary condition) পূরণ হয় ঠিকই কিন্তু কৃষি উন্নয়নের জন্য ভূমি সংস্কার কিন্তু যথেষ্ট শর্ত (Sufficient condition) নয়। কারণ ভূমি সংস্কারের ফলে যারা জমির নতুন মালিক হবে তাদের উৎপাদন

বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। জমির নতুন মালিক যদি কৃষিকাজে দক্ষ ও পারদর্শী না হয় তাহলে ভূমি সংস্কারের ফলে কৃষি উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। ভূমি সংস্কার কৃষি উন্নয়নের অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করে ঠিকই কিন্তু কৃষির সামগ্রিক উন্নতির জন্য ভূমি সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন হল জমির নতুন মালিকদের হাতে যথাযথ মূলধন, উপযুক্ত পরিমাণ সার ও বীজ সরবরাহ, প্রয়োজনীয় জলসেচের ব্যবস্থা ও কীটনাশক ঔষধের ব্যবহার সুনিশ্চিত করা। এইজন্য কৃষির উন্নতির উদ্দেশ্যে ভূমি সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত সংস্কারেরও প্রয়োজন। অন্যভাবে বলা যায়, ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে জমির পুনর্বণ্টন করে যারা দরিদ্র কৃষক, তাদের যদি জমি দেওয়া যায় এবং কম দামে উচ্চফলনশীল বীজ, কীটনাশক ঔষধ, জলসেচের সুবিধা এবং সহজ শর্তে ঋণের সুবিধা যদি তাদের দেওয়া যায় তাহলে তারাও নতুন কৃষি পদ্ধতি তথা সবুজ বিপ্লবের সুবিধা পেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ভূমি সংস্কারের ফলে জমির নতুন মালিকদের উৎপাদন বৃদ্ধির যে উৎসাহ দেখা যায় তাকে যথাযথ ভাবে কাজে লাগাতে পারলে নতুন কৃষি কৌশলের সুবিধা আরও বেশি পরিমাণ পাওয়া যেতে পারে। সুতরাং বলা যায়, **ভূমি সংস্কার ও নতুন কৃষি কৌশল পরস্পর বিরোধী নয়, একে অপরের পরিপূরক।**

Scanned with CamScanner